বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

169

ক্যাম্পাস সরব

ইস্যু ৩টি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও কোন চিন্তাভাবনা করছে না। পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। খবর কর্তৃপক্ষের একটি সূত্রের।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠন-গুলো সরব হয়ে উঠেছে। এ তিনটি ইস্যু

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫

ক্যাম্পাস ঃ সরব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো- ডাকসু নির্বাচন, শিক্ষকদের পোষ্য কোটা এবং ২০ জন ছাত্রের বিতর্কিত ভর্তি আদেশ। এসব বিষয় নিয়ে প্রতিটি সংগঠন প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের জোর দাবি জানাচ্ছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা)ও ডাকসু নির্বাচন চায়, কিন্তু এর সাথে তারা একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে। শর্তটি হলো ডাকসু নির্বাচনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করে ক্যাম্পাসে নির্বাচনোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অন্য সংগঠনগুলোও ডাকসু নির্বাচন চায় এবং বর্তমান পরিবেশে নির্বাচনে তাদের কোন আপত্তি নেই বলে জানা যায়।

ক্যাম্পাসে বর্তমানে আরেকটি আলোচিত বিষয় শিক্ষকদের সন্তান ও পোষ্যদের বিশেষ কোটায় ভর্তির সুবিধা। আগে নিয়ম ছিল শিক্ষকদের সন্তানরা লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় কেবল পাস করলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাবে। কিছুদিন আগে ভর্তি কমিটির সভায় সুবিধাটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং এখন শিক্ষক-কর্মচারীদের সন্তান ও তাদের পোষ্যরা ভর্তি পরীক্ষায় শুধু অংশগ্রহণ করলেই যেকোন বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাবে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এ ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করছে। তারা এ বিশেষ সুবিধা বাতিলসহ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল অনিয়ম বন্ধের দাবিতে আগামী ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহ্বান করেছে। এর আগে তারা অন্যান্য কর্মসূচীও পালন করছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সমা-লোচনা মুখর।

সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ২০জন ছাত্রের অবৈধ ভর্তির বিষয়টি এখন অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। অনেকদিন ধরে ঝুলে থাকা বিষয়টির এখনও কোন নিষ্পত্তি হয়নি। গত ১০ই জুলাই বিশ্ব-বিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর এই ভর্তির বিষয়ে মতামত পেশ করার জন্য উপ-উপাচার্য শহীদউদ্দিন আহমেদকে সভাপতি করে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে এ কমিটির মতামত পেশ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তারা কোন মতামত পেশ করেননি।

একটি সূত্র জানায়, উক্ত কমিটি একবার মাত্র আলোচনায় বসেছিল এবং পরবর্তীতে উপ-উপাচার্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় আর কোন অগ্রগতি হয়নি। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এ ভর্তির স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা)সহ অন্য সংগঠনগুলো এ ভর্তির তীব্র বিরোধিতা করে আসছে।